



আয়নাল মিয়া বয়াতী

১৯১৮ সাল

বোয়ালমারী উপজেলার প্রেমতারা গ্রামে

বাংলাদেশের

লোকসংগীতের কিংবদন্তী শিল্পী বাউল সম্রাট সাধক আয়নাল মিয়া বয়াতী বোয়ালমারী উপজেলার প্রেমতারা গ্রামে ১৯১৮ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম গোলাপ মিয়া।

তার বয়স যখন ছয় বছর তখন গ্রামের সাতৈর মাদ্রাসায় তাকে ভর্তি করে দেওয়া হয়। ছোটবেলা থেকেই গানের প্রতি ছিল তার তীব্র ঝোঁক। গ্রামের সংগীত সাধক ইয়াছিন ফকিরের কাছে গানের তালিম গ্রহণ করতেন। মাদ্রাসা থেকে পাশ করার পর তিনি পুলিশ বিভাগে চাকরী নেন। এরপর তিনি বিবাহ করে শ্বশুরবাড়ী ফরিদপুর সদরের আলিয়াবাদ ইউনিয়নের সাদীপুর গ্রামে বসবাস শুরু করেন।

পুলিশ বিভাগে চাকুরি করার সময় তিনি ব্যারাকের মধ্যেই লোকগীতি ও বিচারগান গাইতেন। বিচারগান পরিবেশনার জন্য তিনি বিভিন্ন জায়গায় দাওয়াত পেতে শুরু করেন। এরপর সাধক আয়নাল মিয়া বয়াতী ১৯৪০ সালের দিকে চাকুরী ছেড়ে দিয়ে দেশ ব্যাপী বিচার গান গাইতে শুরু করেন। একটানা তিনি ৭৭ বছর বিচার গান গেয়েছেন। পেয়েছেন নানা সম্মাননা ও পুরস্কার। তিনি বাংলাদেশ বেতার ও বাংলাদেশ টেলিভিশনের নিয়মিত শিল্পী ছিলেন। এছাড়াও বাংলাদেশের প্রায় সকল বেসরকারী টেলিভিশনে তিনি গান পরিবেশন করেছেন। দেশের বাহিরেও তিনি লোকগীতি পরিবেশন করেছেন। প্রায় ৩ শত অডিও ক্যাসেট ও বেশ কিছু গানের সিডি রয়েছে তার। সাধক আয়নাল মিয়া বয়াতী তারেক মাসুদ পরিচালিত মাটির ময়না ছবিতে গান করেছেন। তিনি বাংলাদেশের প্রতিথযশা লোক ও বাউলশিল্পী আব্দুল হালিম বয়াতী, রজ্জব আলী দেওয়ান, [হাজেরা বিবি](#), মালেক দেওয়ান, জালাল সরকার, কাজল দেওয়ান, আলোয়া, আকলিমা, মমতাজসহ দেশের প্রায় সকল শিল্পীর সাথেই তিনি গান করেছেন। হাল আমলের শিল্পীরা তার সাথে গান করবার সুযোগ খুজতেন।

তার গবেষণামূলক কয়েকটি গ্রন্থ জাতীয় ভাবে প্রকাশিত হয়েছে। তিনি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে অসংখ্যবার পুরস্কৃত হয়েছেন।